৪২
তারিখ ... JUN 4 2006 ...
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২
যায়যায়দিন

সরকারি প্রাইমারি স্কুল শিক্ষকদের বেতন বাড়ছে

ধর্মঘট চলছে : কৃতিত্ব নিতে মাঠে নেমেছে প্রতিপক্ষ দুই সংগঠন

আতিক রহমান পূর্ণিয়া

পদের নাম	বর্তমান বেতন স্কেল (জাতীয় বেতন স্কেল ১৯৯৭ অনুযায়ী)	প্রস্তাবিত বেতন স্কেল (জাতীয় বেতন স্কেল ২০০৫ অনুযায়ী)
প্রধান শিক্ষক	৩১০০-৬৩৮০/- (প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত)	৪১০০-৮৮২০/- (প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত)
	২৮৫০-৫৪১০/- (প্রশিক্ষণবিহীন)	৩৫০০-৭৫০০/-(প্রশিক্ষণবিহীন)
সহকারী শিক্ষক	৩০০০-৫৯২০/-(প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত)	৩৩০০-৬৯৪০/-(প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত)
	২৬০০-৪৮৭০/-(প্রশিক্ষণবিহীন)	৩০০০-৫৯২০/-(প্রশিক্ষণবিহীন)

সরকারি প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষকদের বেতন বাড়ানো হচ্ছে। এ সংক্রান্ত একটি ফাইল সব প্রক্রিয়া শেষে এখন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার চূড়ান্ত অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে। আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে এ সংক্রান্ত সরকারি ঘোষণা আসতে পারে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র আভাস দিয়েছে। বর্তমানে সারা দেশে প্রাইমারি শিক্ষকদের একটি অংশের ডাকে ধর্মঘট চলছে। জানা গেছে, বেতন বাড়ানোর সরকারি সিদ্ধান্তের কথা আগেভাগে টের পেয়ে এটা নিজেদের আন্দোলনের ফল হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য সরকার ও বিরোধী দল সমর্থক বলে পরিচিত শিক্ষকদের দুটি সংগঠন হঠাৎ করে মাঠে নেমেছে বলে জানা গেছে। এ কৃতিত্ব দাবির বিষয়ে তারা পরস্পরের দিকে অভিযোগের আঙুল

পৃ ১৫ ঃ ক ১

সরকারি প্রাইমারি স্কুল শিক্ষকদের

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

তুলেছেন। সারা দেশের প্রাইমারি স্কুলগুলোতে বাংলাদেশ প্রাইমারি শিক্ষক সমিতির ডাকা লাগাতার ধর্মঘট বিচ্ছিন্নভাবে পালিত হচ্ছে বলে খবর পাওয়া গেছে। ধর্মঘট আহ্বানকারীদের সাংগঠনিক শক্তি যেসব অঞ্চলে বেশি সেসব অঞ্চলের প্রাইমারি স্কুলগুলো গতকাল বন্ধ ছিল। অন্যদিকে ধর্মঘটের বিরোধিতাকারী বাংলাদেশ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির নিয়ন্ত্রণাধীন স্কুলগুলোতে ধর্মঘট পালিত হয়নি।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, গত বছর আগস্টে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন স্কেলে বিদ্যমান অসঙ্গতি দূর করার বিষয়ে একটি মিটিং হয়। ওই মিটিংয়ে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে প্রাইমারি শিক্ষকদের একটি নতুন বেতন স্কেলের প্রস্তাব করা হয়। অর্থ বিভাগ প্রয়োজনীয় যাচাই-বাছাই করে প্রস্তাবটি সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রীর কাছে পাঠিয়েছে।

প্রস্তাবিত নতুন বেতন স্কেল অনুযায়ী প্রশিক্ষণবিহীন প্রাইমারি সহকারী শিক্ষকদের বেতন স্কেল ২,৬০০ টাকা থেকে ৩,০০০ টাকা, প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের স্কেল ৩,০০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৩,৩৫০ টাকা করার প্রস্তাব করা হয়েছে। সরকারি প্রাইমারি স্কুলের প্রশিক্ষণবিহীন প্রধান শিক্ষকদের বেতন স্কেল ২,৮৫০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৩,৫০০ টাকা এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের বেতন ৩,১০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৪,১০০ টাকা করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

এ সম্পর্কে জানতে চাইলে বাংলাদেশ প্রাইমারি শিক্ষক সমিতির সভাপতি প্রফেসর আবুল কালাম আযাদ প্রাইমারি শিক্ষকদের বেতন বাড়ানোর সরকারি উদ্যোগের ব্যাপারে অবহিত আছেন বলে জানান। তিনি বলেন, তাদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতেই প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে বেতন বাড়ানোর একটি প্রস্তাব প্রধানমন্ত্রীর কাছে পাঠানো হয়েছে। তিনি বলেন, বেতন কাঠামো প্রস্তাবের কৃতিত্ব নেয়ার জন্য তাদের বর্তমান আন্দোলন নয়। তিনি বলেন, এক-দেড় বছর ধরে তারা এ দাবিতে আন্দোলন করছেন। সরকারি চাকরিজীবীদের নতুন পে-কমিশন গঠনের পর থেকেই তাদের এ আন্দোলন, এটা নতুন কিছু নয়।

এ সম্পর্কে সরকার সমর্থক হিসেবে পরিচিত বাংলাদেশ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি মুহাম্মদ আঃ আউয়াল তালুকদার জানিয়েছেন, প্রাথমিক শিক্ষকদের দাবি সম্ভবত সরকার মেনে নিচ্ছে বলে তারা বিভিন্ন সোর্স থেকে আভাস পাচ্ছেন। তিনি বলেন, তবে নতুন প্রস্তাবেও প্রাইমারি শিক্ষকদের বেতন বিশেষ না বাড়লেও আমরা আপাতত মন্দের ভালো হিসেবে সিদ্ধান্তটি মেনে নিচ্ছি। এ বিষয়ে কথা বলার জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে দু'জন কর্মকর্তা তার সঙ্গে ইতিমধ্যে যোগাযোগ করেছেন বলেও তিনি জানান।

আবদুল আউয়াল তালুকদার অভিযোগ করে বলেন, সরকার এ রকম একটি সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছে শুনে হঠাৎ করেই প্রফেসর আবুল কালাম আযাদের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি আন্দোলন শুরু করে এ ঘোষণার কৃতিত্ব নিজেরা নিতে চাচ্ছে। যার কারণে আকস্মিকভাবে দেশের সব প্রাইমারি স্কুলে ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে।

আগামী ২৪ জুন থেকে বিরোধী দল সমর্থক বাংলাদেশ প্রাইমারি শিক্ষক সমিতি মুক্তাঙ্গনে গণঅনশন শুরুর কর্মসূচি দিয়েছে। একই দিন প্রতিপক্ষ সরকার সমর্থক বাংলাদেশ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি জাতীয় শহীদ মিনারে শিক্ষক মহাসমাবেশের প্রস্তুতি নিচ্ছে। আজ রবিবার এক প্রেস কনফারেন্স থেকে এ ঘোষণা দেয়া হবে বলে জানা গেছে। ইতিমধ্যে নিজেদের অনুগত শিক্ষকদের ঢাকায় আনার জন্য যোগাযোগ শুরু করেছেন বাংলাদেশ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির নেতারা। জানা যায়, এ শিক্ষক সমাবেশটি আগামী ৯ জুলাই হওয়ার কথা ছিল।

এ বিষয়ে আবদুল আউয়াল তালুকদার বলেন, সরকার তাড়াহুড়া করে প্রাইমারি শিক্ষকদের বেতন বাড়ানোর একটি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলতে পারে বলে সরকার সমর্থকরা খবর পেয়েছেন। তাই তাদের আগের কর্মসূচি বদলে ফেলে ৯ জুলাইয়ের জায়গায় ২৪ জুন করা হয়েছে বলে তিনি দাবি করেন। ওই মহাসমাবেশ থেকে তারা সরকারের প্রতি চূড়ান্ত দাবি জানাবেন, যাতে পরে সরকারের ঘোষণার কৃতিত্ব তারা নিতে পারেন।

বিচ্ছিন্ন ধর্মঘট পালিত

সারা দেশে বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির ডাকা প্রথম দিনের ধর্মঘট বিচ্ছিন্নভাবে পালিত হয়েছে। রাজধানীতে সূত্রাপুর, মতিঝিল ও মিরপুর এলাকার অধিকাংশ স্কুল শিক্ষকদের ধর্মঘটের কারণে গতকাল বন্ধ ছিল। সরেজমিন গিয়ে শান্তিবাগের এরশাদ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও শান্তিবাগ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় বন্ধ পাওয়া যায়। অপরদিকে সূত্রাপুরে বোক্কাদ সরকার চকোরি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং স্বামীবাগ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যথারীতি ক্লাস হতে দেখা যায়।

চট্টগ্রাম অফিস জানায়, ধর্মঘটের কারণে দেশের বেশিরভাগ স্কুলে কোনো ক্লাস না হলেও চট্টগ্রাম মহানগরীর কয়েকটি স্কুলে ক্লাস হয়। লাভ লেনের সরকারি ন্যাশনাল প্রাইমারি স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও সরকারি প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি চট্টগ্রাম মহানগরীর সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আবুল হোসেন বলেন, আমরা ধর্মঘটের পক্ষে নই, তাই ক্লাস নিচ্ছি।

একইভাবে দেশের জেলা শহরগুলোর মধ্যে নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জ, বরগুনাসহ বেশ কয়েকটি জেলায় বাংলাদেশ প্রাইমারি শিক্ষক সমিতির শক্ত সাংগঠনিক ভিত্তি থাকায় সর্বাত্মক ধর্মঘট পালিত হয়েছে বলে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষকদের দু'গ্রুপের নেতাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে। অপরদিকে নীলফামারী, ফরিদপুর ও নারায়ণগঞ্জ জেলায় খুব কম স্কুলে ধর্মঘট পালিত হয়েছে।

কমিউনিটি স্কুল শিক্ষকদের আমরণ অনশন শুরু

কমিউনিটি স্কুলের শিক্ষকরা গতকাল শনিবার দুপুর ১২টা থেকে আমরণ অনশনে বসেছেন রাজধানীর মুক্তাঙ্গনে। কমিউনিটি প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির আহ্বানে পূর্বঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী তারা এ কর্মসূচিতে অংশ নেন। তাদের মূল দাবি, সব প্রাথমিক শিক্ষকের চাকরি জাতীয়করণ এবং জাতীয়করণের আগ পর্যন্ত জাতীয় বেতন স্কেলের একশ' ভাগসহ বাড়ি ভাড়া, চিকিৎসা ভাতা, উৎসব ভাতাসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রদান।

কমিউনিটি প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির মহাসচিব মাহবুবুল আলম জানিয়েছেন, সারা দেশ থেকে তাদের দেড় হাজার শিক্ষক আজ-কালের মধ্যে আমরণ অনশনে যোগ দেবেন। গতকাল দুপুর ১২টা থেকে কর্মসূচি শুরু হলে দু'ঘণ্টার মধ্যে দু'শতাধিক শিক্ষক এতে যোগ দেন। সমিতির সভাপতি হাফিজুর রহমান খান বলেন, আমরা সব শিক্ষককে বলেছি স্কুল বন্ধ করে অনশনে যোগ দেয়ার জন্য। দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আমরা মুক্তাঙ্গন ছাড়বো না, এটা আমাদের প্রতিজ্ঞা। সরকারের পক্ষ থেকে অবশ্যই আমাদের মঞ্চে এসে দাবি বাস্তবায়নের ব্যাপারে সুস্পষ্ট ঘোষণা দিতে হবে। তিনি জানান, এর আগে ৩১ জানুয়ারি থেকে চারদিন আমরণ অনশন করার পর ৩ ফেব্রুয়ারি স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়মন্ত্রী আবদুল মান্নান ভূঁইয়া আমাদের দাবি মেনে আশ্বাস দিয়ে অনশন ভাঙান। কিন্তু এরপর চার মাস পার হওয়ার পরও আমাদের দাবি এতোটুকুও মানা হয়নি।

সরকারের শেষ মুহূর্তে কেন তারা আন্দোলনের পথ বেছে নিয়েছেন- এ প্রশ্নের জবাবে শিক্ষকরা বলেন, সরকারের আশ্বাসের কারণে এতোদিন তারা ধারাবাহিক কর্মসূচি চালিয়ে আসছিলেন। যেহেতু বর্তমান সরকার এখন তার মেয়াদকালের শেষ বাজেট পাস করবে, তাই তারা শেষ পথ হিসেবে আমরণ অনশন বেছে নিয়েছেন। তবে অনশনের মধ্যেও সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ে তারা যোগাযোগের চেষ্টা করছেন বলে এক নেতা জানান।

কমিউনিটি শিক্ষকদের পাঁচ দফা দাবির অন্যগুলো হচ্ছে- প্রধান শিক্ষকদের আলাদা বেতন স্কেল প্রদান, বিদ্যালয়ের আনুষঙ্গিক খরচ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মতো করা এবং বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির রূপরেখা পরিবর্তন। পাঁচ দফা দাবিতে তারা আজ রবিবার দুপুর ১২টায় মিছিলসহ প্রধানমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করবেন বলে জানিয়েছেন।

কমিউনিটি শিক্ষকদের সঙ্গে আলাপ করে জানা গেছে, গত বিএনপি সরকারের আমলে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন করার জন্য বিদ্যালয়হীন গ্রামে সরকার কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে। সমিতির সভাপতি জানান, বর্তমানে সারা দেশের মোট ৩,৭৭৮ স্কুলে প্রায় ১৪,০০০ শিক্ষক রয়েছেন বলে। সাড়ে ৭০০ টাকা বেতনে এরা মানবেতর জীবনযাপন করছেন। তাও কখনো কখনো তিন মাস পর পর বেতন পান শিক্ষকরা। অথচ সরকারি প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকরা মাসে ৪,৮০০ টাকা এবং রেজিস্টার্ড বেসরকারি শিক্ষকরা ২,৯৫০ টাকা পান। তার দেয়া তথ্য মতে, কমিউনিটি স্কুলের শিক্ষকদের রেজিস্টার্ড করলে সরকারের বছরে খরচ হবে ২৪ কোটি ২০ লাখ টাকা। সাভার থেকে আসা রনী আহমেদ ক্ষোভের সঙ্গে বললেন, বিএনপি সরকারই কমিউনিটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করে এখন আমাদের সঙ্গে বিমাতাসুলভ আচরণ করছে। সরকার আমাদের শুধু আশ্বাস দিয়ে প্রতারণা করেছে। মন্ত্রী-এমপিদের বাসার কাজের বুয়ারা ৩,০০০ টাকা বেতন পেলে আমরা সাড়ে ৭০০ টাকা পাবো, এটা কেমন বিচার হলো।